ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ ইংরেজি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ ইংরেজি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ)** । আগের দেড়শ বছরের বাংলার ইতিহাসে এমন ব্যাপক এবং ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা যায়নি । এই মন্বন্তরের জন্য ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন --

ক) অনাবৃষ্টি --

১৭৬৮ র আগস্ট মাস থেকে ১৭৬৯ র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলা এবং বিহারের **অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টি** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমি তৈরি করেছিল ।

খ) অসুখ--

দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন রোগ **মহামারির** আকারে বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল । **সিয়ার উল মুতাক্ষরিণ** এর রচয়িতা **গোলাম হোসেন** লিখেছেন , মুর্শিদাবাদ শহরে দেখা দিয়েছিল মারাত্মক গুটি বসন্ত রোগ ।

গ) খাদ্যাভাব--

১৭৭০ র আগে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়েছিল ঠিকই , তবে কষ্টকর হলেও খাদ্যশস্য জোগাড় করা সম্ভব ছিল । কিন্তু ১৭৭০ এসে সাধারণ মানুষ একেবারেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারেনি । ১৭৭০ এর জুন মাসে মুর্শিদাবাদের চালের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল টাকায় ৬ সের , পরের মাসে টাকায় ৩ সের । সাধারণত ওই সময় বাংলার বাজারে চালের স্বাভাবিক দাম টাকায় ২৮ সের। মাঝেমাঝেই খাদ্যশস্য বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যেত।

ঘ) বাণিজ্যিক স্বার্থ

সমকালীন ব্যক্তিদের অনেকে কোম্পানির কর্মচারীদের **ব্যক্তিগত ব্যবসা , দুর্নীতিপরায়ণতা এবং অবৈধ কাজকর্মকে** ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য অনেকাংশে দায়ী করেছেন । তাদের মুনাফা শিকারের উপায় হয়েছিল চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা । (, ১৭৮৬) খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে লাগলো , ততই দাম বাড়তে থাকলো।

একথা ঠিক যে , প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অনাবৃষ্টি , খরা ইত্যাদির কারণে খাদ্যাভাব তৈরি হয়েছিল । **কিন্তু এই প্রাকৃতিক কারণগুলোকে দ্বিগুণ পরিমাণ ভয়াবহ করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চরম শোষণ নীতি ।** এই মন্বন্তরের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল **উইলিয়াম উইলসন হান্টারের লেখা The Annals of Rural Bengal (1867)** বইতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হিসাবে স্পষ্টই উঠে এসেছে **ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্দমনীয় করব্যবস্থার** কথা । **বাংলায় খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করলেও ভূমিরাজস্ব মকুব করা হয়নি ।** দুর্ভিক্ষের সময় সুপারভাইজাররা তাদের জেলাগুলি থেকে 70 লক্ষ টাকা আদায় করেন। এর ওপর রেজা খাঁ কৃষকদের উপর "**নাজাই** " নামক উপকর চাপান যা দুর্ভিক্ষের দিনে শোষণের হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত হয় । মুর্শিদাবাদ দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্বীকার করেছিলেন যে , দুর্ভিক্ষের সময় **রাজস্ব বড় বেশি কড়াকড়ি করে আদায় করা** হয়েছে । দুর্ভিক্ষের সময় লোকসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়ার কথা । কিন্তু বাংলাদেশে তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছিল । **দুর্ভিক্ষের বছরে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বেড়েছিল ।**

মন্বন্তরের **পরোক্ষ কারণ** হিসাবে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন **দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে**

। প্রশাসনিক দুর্বলতা--রাজস্বের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা অথচ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব না নেওয়া-- দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক কারণ বলে ধরা যেতে পারে।

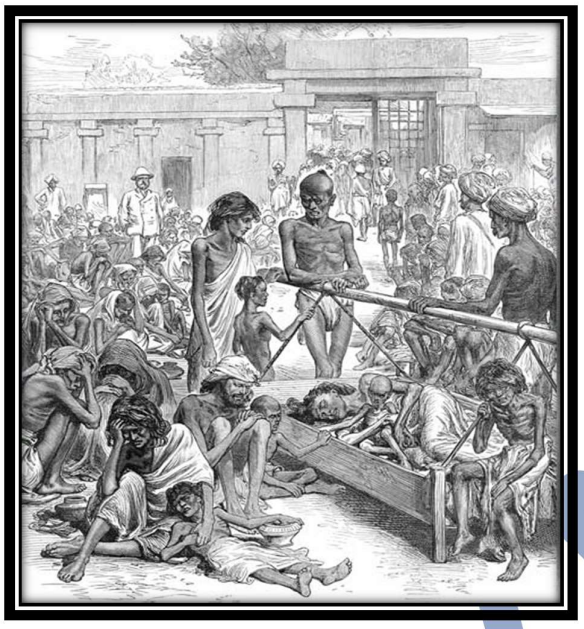

তৃতীয়ত, ইংরেজ সরকার দুর্ভিক্ষের শুরুতেই **চাল মজুদ করতে শুরু করে দেন ।** চার্লস গ্রান্ট এর হিসেব অনুযায়ী, সরকার শুধু কলকাতার সেনাবাহিনীর জন্য ৬০ হাজার মণ চাল মজুদ করেছিল।

চতুর্থত, দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্যাভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল **মুদ্রাভাব** । বাংলার বাজারে রুপোর মুদ্রা **সিক্কার অভাব স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রায় অচল করে তুলেছিল।**

পঞ্চমত দ্বৈত শাসন পর্বে (১৭৬৫-১৭৭২) বাংলার রাস্তাঘাট এবং নদীপথগুলো ক্রমশ খারাপ হতে থাকে , ফলে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দ্রুত **খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।**

ষষ্ঠত, প্রশাসনিক আদেশ জারি করে বাংলা ও বিহারকে পৃথক খাদ্যাঞ্চল হিসাবে গঠন করা হয় । বাংলা থেকে বিহার , বিহার থেকে বাংলার খাদ্যশস্য আনা-নেওয়া করা নিষিদ্ধ হয় । বাংলাদেশের জেলাগুলির মধ্যে **খাদ্যশস্য চলাচলের ওপর একই ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ** করা হয়েছিল ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল । জেমস মিল , ওয়ারেন হেস্টিংসের হিসেবে , **সেই সময় বাংলা ও বিহার এর ৩ কোটি লোকের মধ্যে ১ কোটি অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল । বাংলার কৃষক সমাজের অর্ধাংশ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়** । ফলে **বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদি হয়ে যায় , কৃষি উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায় ।**

হান্টার সাহেবের মতে, **বাংলার অভিজাতদের দুই-তৃতীয়াংশের অবক্ষয় বা ধ্বংস** ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় । ১৭৭৫ এ হেস্টিংস বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে লিখেছেন, বাংলার জমিদারদের জমিদারি বিক্রি ছাড়া আর কোনোভাবেই তাদের কাছে পাওনা বকেয়া টাকা আদায় করার পথ নেই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ায় **জমি ও কৃষকের আনুপাতিক হারে পরিবর্তন ঘটে ।** ১৭৭৬ এ বাংলার কৃষিজমির অর্ধেকেরও বেশি অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকে । জমির চাহিদা কমে আসায় ভূমিরাজস্বের হার কমতে থাকে । এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে **পাইকস্ত রায়তরা** (অস্থায়ী রায়ত) সুবিধা লাভ করে । জমিদাররা সুবিধাজনক শর্তে কম রাজস্ব হারে এদের জমি চাষ করতে দেয় । অন্যদিকে **খুদকস্ত রায়তদের** অধিকার ও দায়িত্ব স্থায়ী হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্বের হার তৎকালীন

বাজারদর অনুযায়ী বেশি দাঁড়ায় । তারা অনেকেই নিজেদের জোত ছেড়ে অন্যত্র অল্প হারে ভূমি বন্দোবস্ত নিতে শুরু করে । **এভাবে অনেক খুদকস্ত রায়ত পাইকস্ত রায়তে পরিণত হয়** ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার শিল্পপণ্য উৎপাদকদের একাংশ -- বাংলার তাঁতি, রেশম শিল্পী , গুটিপোকার পালক, দুণের প্রস্তুতকারক , লবণ উৎপাদক, মালঙ্গী, নৌকামাঝি, গাড়িচালক এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের অনেকে প্রাণ হারায় । ফলে সামগ্রিকভাবে **শিল্প উৎপাদন অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ।**

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সবচেয়ে বড় সামাজিক কুফল হলো **বাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ।** বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে **দস্যুবৃত্তি ও দলবদ্ধভাবে লুঠের ঘটনা** অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় । দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার **পারিবারিক জীবন দ্রুত ভাঙতে শুরু করে ।** পুত্র-কন্যা বিক্রয় , পত্নীত্যাগ , আত্মবিক্রয়ের ঘটনা দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে অনেক বেড়ে যায় ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোম্পানির শাসনের ওপর দু'রকমের প্রভাব ফেলেছিল -- **দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান এবং ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।** ১৭৭১ এ কোম্পানির ডিরেক্টর সভা দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির হাতে ভূমিরাজস্বসহ সমস্ত শাসন ক্ষমতা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । দ্বিতীয়তঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার কৃষি অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছিল, তা পূরণ করার জন্য বিশেষ করে অনাবাদি জমি চাষে আনা এবং বাংলার নব্য ধনীদের জমিতে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে **কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা** তৈরি করেছিলেন ।

Debjani Biswas

.....